নোহ

ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর নিজের মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন ।
তাদের সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও নারী করে ।
ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং সৃষ্টির সময়ে তিনি তাঁদের নাম দিলেন মানুষ।
একশো ত্রিশ বছর বয়সে আদমের একটি ছেলের জন্ম হল। ছেলেটি বাইরে এবং ভিতরে তাঁরই মত হয়েছিল। আদম তার নাম দিলেন শেথ।
আদমের আরো পুত্র ও কন্যা ছিল।
শেথ ইনোশের পিতা ছিলেন।
ইনোশের ছেলে কৈনন।
কৈননের ছেলে মহললেল ।
মহললেলের ছেলে যেরদ।
যেরদের ছেলে হনোক।
হনোকের ছেলে মথূশেলহ।
ঈশ্বরের সংগে হনোকের ভালো যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল বলে ঈশ্বর তাঁকে নিজের কাছেই নিয়ে গিয়েছিলেন।
মথূশেলহের ছেলে লেমক ।
লেমকের ছেলে ছিলো নোহ।
লেমক বললেন, “আমাদের সব পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে সদাপ্রভু মাটিকে অভিশাপ দেবার পর তার উপর আমাদের যে পরিশ্রম করতে হয় তার মধ্যে এই ছেলেটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে।” ।
নোহের তিন ছেলে ছিলো শেম, হাম আর যেফত।
নোহ নামের অর্থ সান্তনা।

ঈশ্বর পৃথিবীর উপর মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মানুষের জীবনের সময়কাল একশো বিশ বছরের বেশী হবে না।
সদাপ্রভু দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা খুবই বেড়ে গেছে, আর তার অন্তরের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল মন্দের দিকে ঝুঁকে আছে।
সদাপ্রভু বললেন, “আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেলব আর তার সঙ্গে সমস্ত জীবজন্তু, বুকে-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখীও মুছে ফেলব। এই সব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।”
...কারণ আমি তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছি”
কিন্তু নোহের উপরে সদাপ্রভু সন্তুষ্ট রইলেন। এই হল নোহের জীবনের কথা।
এটা নূহের হিসাব।
নোহ একজন সৎ লোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাঁটি, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল।
নোহ এবং তাঁর স্ত্রীর শেম, হাম আর যেফৎ নামে তিনটি ছেলে ছিল।
এই অবস্থা দেখে ঈশ্বর নোহকে বললেন...
গোটা মানুষ জাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই পৃথিবী অত্যাচার-অবিচারে ভরে উঠেছে।
মানুষের সংগে দুনিয়ার সব কিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরী কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে, আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আল্‌কাত্‌রা
। দিয়ে লেপে দেবে। জাহাজটা তুমি এইভাবে তৈরী করবে: সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর তার উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নীচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের এক পাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে
“আর দেখ, আমি পৃথিবীতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব যাতে আকাশের নীচে যে সব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে
কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি জাহাজে তোমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের সাথে নিরাপদে রাখব।

আদিপুস্তক ৬ :১-২২

ঈশ্বর নোহকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন...
তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের জীবন্ত প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখী, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার ।
“সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় করে মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার ও তাদের খাবার।”
নোহ তা-ই করলেন। ঈশ্বরের আদেশমত তিনি সব কিছুই করলেন।
তারপর সাত দিন পরে...
আদিপুস্তক ৬ :১৯- ৭:১০
HUET-14

এর ফলে মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী, পাখী, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চলে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল - অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল।
KOO

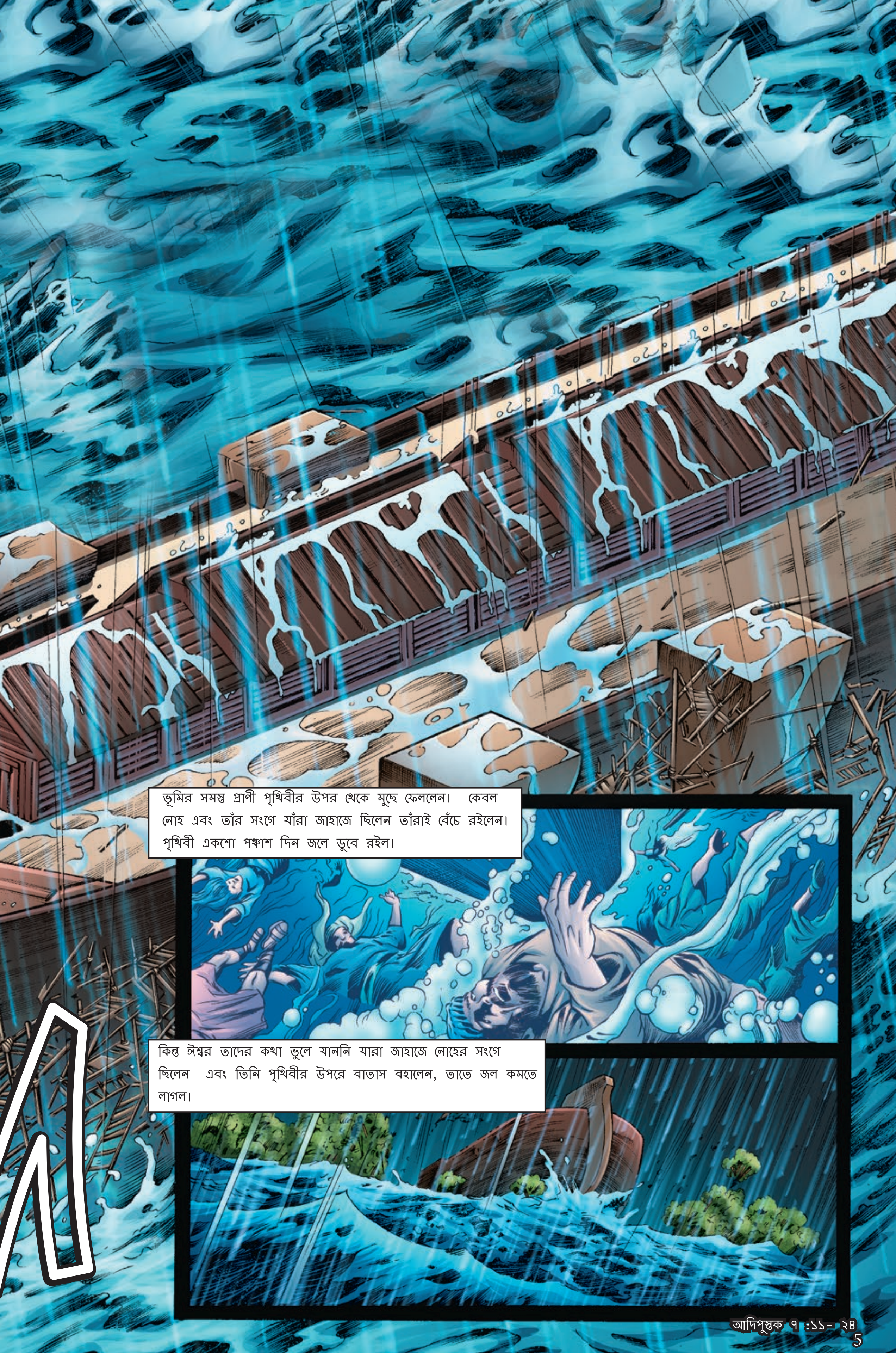
ভূমির সমস্ত প্রাণী পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেললেন। কেবল নোহ এবং তাঁর সংগে যাঁরা জাহাজে ছিলেন তাঁরাই বেঁচে রইলেন। পৃথিবী একশো পঞ্চাশ দিন জলে ডুবে রইল।
কিন্ত ঈশ্বর তাদের কথা ভুলে যাননি যারা জাহাজে নোহের সংগে ছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর উপরে বাতাস বহালেন, তাতে জল কমতে লাগল।
আদিপুস্তক ৭ :১১- ২৪

নোহ দাঁড়কাক ছেড়ে দেবার পরও জাহাজটিকে আরো একশ দিনের বেশি অগভীর জলে আটকে ছিলো ।
বাবা,কেন তুমি এই কাজ করলে?
উঁচু থেকে, দাঁড়কাক শুকনো জায়গা খুঁজে পেতে সক্ষম হবে। যদি সে ফিরে আসে তাহলে আমরা জানবো যে জল নেই-
না বাবা, আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, কেন তুমি একটি দাঁড়কাক ছেড়ে দিয়েছিলে ? যেখানে আমাদের শুধুমাত্র এক জোড়া আছে, এবং যদি ঐ দাঁড়কাকটার কিছু হয়ে যায়.......
পরের বার আমি একটি কবুতর পাঠাবো, আমাদের কাছে সাতটি কবুতর আছে...
কিন্তু দাঁড়কাকটি শুধু উড়ে বেড়ালো এবং জলের উপর এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলো।
এক সপ্তাহ পরে...
বাবা, তুমি কেন চিন্তিত?
তুমি গত সপ্তাহেতো দাঁড়কাক পাঠিয়েছিলে এবং তাতে কিছুই বোঝা যায়নি।
হ্যাঁ, কিন্তু আমি কিছুটা কৌতুহলী। আমি জানতে চাই যে বাইরের অবস্থাটা কি, কিন্তু আমি দরজা খুলে দেয়ার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছি না।
আদিপুস্তক ৮:৬ -৯

আরো এক সপ্তাহ পর...
বাবা, তোমার কি মনে হয় আমাদের সময় কি হয়ে আসছে?
অবশ্যই সেই দিন বেশি দূরে নয় ।আর আমি তা জানি।
দেখো, কবুতরটি ফিরে আসছে ।
হ্যাঁ বাবা!!! এটি ফিরে আসছে ! কিন্তু দেখো! সে তার ঠোঁটে কিছু একটা নিয়ে আসছে!!!
জলপাইয়ের পাতা!
একটি জলপাইয়ের পাতা!
নোহ আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন. এবং তারপর...
আজকে আমার মনে হচ্ছে যে কবুতরটি আর ফিরে আসবে না!
আমি জানি পাখিটি তার থাকবার জায়গা খুজেঁ পেয়েছে !!
আমার মনে হয় আমাদের এবং পশুপাখীদের জন্য যথেষ্ট শুকনো জায়গা না পাওয়া পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে , কিন্তু, -
-কিন্তু এখন অপেক্ষা করাটা কোন ব্যাপারই নয়, আশা করি এই অপেক্ষা জাহাজ বানানোর মত দীর্ঘ সময়ের হবে না বাবা!

ঈশ্বর জাহাজের দরজা বন্ধ করবার তিনশত ছিয়াত্তর দিন পর
বাবারা, আমার হয় এখন সময় হয়েছে।
আজই সেই দিন যেদিন আমরা খুঁজবো যে আমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত কিনা।
আমি জানি এবং সেই জায়গা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।
ও, নোহ!
দেখ !!!
...মাটির উপর ভাগ শুকিয়ে গিয়েছিলো ।
তখর ঈশ্বর বললেন :
তুমি তোমার স্ত্রীকে আর তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস ।
আদিপুস্তক ৮: ১৪-১৫

আদিপুস্তক ৮:১৭ -১৯

ছেলেরা !
প্রত্যেক প্রজাতি থেকে একটি করে শুচি প্রাণী একত্র কর।
কেন বাবা ?
সেগুলোকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পোড়ানো-উৎসর্গ করা হবে।
এখন, আগুন আন ।
বাবা ,একটি কবুতর

আদিপুস্তক ৮:২০

তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং পৃথিবী ভরে তোলো।
পৃথিবীর সব জীবজন্তু, আর আকাশের সমস্ত পাখী, বুকে-হাঁটা সব ধরণের প্রাণী, আর সমুদ্রের মাছ তোমাদের ভীষণ ভয় করে চলবে।
এগুলো তোমাদের হাতেই দেওয়া হল।
জীবন্ত ও ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণীই তোমাদের খাবার হবে।
খাবার হিসাবে আমি আগে যেমন তোমাদের শস্য ও শাক সব্জী দিয়েছিলাম তেমনি এখন এই সবও তোমাদের দিলাম ।
কেউ যদি তোমাদের খুন করে তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের রক্তের বদলে তার রক্ত, অর্থাৎ তার প্রাণ দাবি করব,
সে পশু হোক বা মানুষ হোক ।
মানুষের প্রাণ যে মানুষ নেয় তারও প্রাণ নিতে হবে- এ-ই আমার দাবি।
ঈশ্বর মানুষকে তাঁর মত করেই সৃষ্টি করেছেন; সেইজন্য কোন মানুষকে যদি কেউ খুন করে তবে অন্য একজনকে সেই খুনীর প্রাণ নিতে হবে।
তোমরা তোমাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলো। তোমরা পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড় এবং নিজেদের সংখ্যা আরও বাড়াও ।

আদিপুস্তক ৯:১-৭

সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হিসাবে মেঘের মধ্যে আমি আমার মেঘধনুক দেখাব। এটাই হবে পৃথিবীর জন্য আমার সেই ব্যবস্থার চিহ্ন।
যখন আমি উপরে মেঘ জমা করব তখন তার মধ্যে এই ধনুক দেখা দেবে, আর তখনই তোমার এবং সমস্ত জীবজন্তুর জন্য আমার এই ব্যবস্থার কথা আমি মনে করব।
এতে জল আর কখনও বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করবে না।
মেঘের মধ্যে যখন সেই ধনুক দেখা দেবে তখন আমি তা দেখে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জন্য আমার এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কথা মনে করব।
আদিপুস্তক ৯:১১-১৭

নোহ এবং তার পরিবার সবাই মিলে কাজ শুরু করলেন ।
পৃথিবীর কাজ
বাড়ীঘর তৈরী
পশুদের প্রতি যত্ন নেয়া
তাদের নতুন জীবন শুরু।
এমন কিছু তৈরি করতে ভাল লাগছে যা একদিনের মধ্যে বা খুব তাড়তাড়ী পরিবর্তন করা যায় , কি বলো ভাই ঠিক বালিনি ?
ভালো লাগছে এইভেবে যে কোন কিছু তৈরী করবার জন্য ভারী কিছু বহন করে পয়ঁতাল্লিশ ফুট উচুঁকে উঠতে হচ্ছে না ।
একটা বিষয় ভেবে দেখো, আমরা কিন্তু একই কারণে এই ঘর তৈরী করছি যে কারণে আমরা জাহাজ তৈরী করেছিলাম : শুকনো জায়গায় থাকা।
নোহ চাষাবাদ করতে আরম্ভ করলেন এবং একটা আংগুর ফলের জমি চাষ করলেন।
তিনি একদিন আংগুর-রস খেয়ে মাতাল হলেন ।
উমম !
দারুণ। অনেক মিষ্টি

বাবা ?
মা তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে রাগ করবেন –
ওহ বাবা !
আমি আশা করেছিলাম যে ঐ পাখিগুলো আমাদের চারপাশেই বসবাস করবে।
অন্যান্য প্রাণীদের সাথে তারাও আমাদের ছেড়ে গেছে , মনে হয় তারা ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছে।
হাম,কোন সমস্যা হয়েছে ?
বাবাকে জিজ্ঞাসা কর যে কি সমস্যা হয়েছে!
বাবা যে আঙ্গুর ফলের চাষাবাদ করেছিলেন তা পাকবার পর মনে হয় তিনি আঙ্গুর রস পান করে মাতাল হয়ে পড়েছেন!
এখন নিজের তাঁম্বুর মধ্যে নবজাতক শিশুর মত পড়ে আছেন।
নিজের চোখে দেখে যাও !

আদিপুস্তক ৯:২২

আমি সাহায্য করতে পারিনা, কিন্তু চিন্তা করি যে কিভাবে আদম ও হবা পাপ করার পরে, তারা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলো যে তারা উলঙ্গ।
কিন্ত বাবা...তিনি ছিলেন তার বংশের মধ্যে একমাত্র ধার্মিক ব্যক্তি।
মানব জাতিকে মন্দতা থেকে রক্ষা করে রাখার জন্য যাকে মনোনীত করা হয়েছিলো এখন তিনিই ঈশ্বরের কাছে কষ্টের কারন।
অনেক পাপীরা চলে গেছে ভাই, কিন্তু পাপ এখনও যায়নি।
আমরা এখনো বেঁচে আছি ।.
যেফৎ, বাবার দিকে তাকিও না ।
আমরা তাকে লজ্জায় ফেলতে চাই না ।
কি- কি হয়েছিলো ?
শেম কেনো আমাকে কাপড় দিয়ে ঢাকলো ?
নোহ, তুমি মাতাল হয়ে পড়েছিলে এবং জ্ঞান হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলে।
তোমার ছেলেরা তোমাকে লজ্জায় ফেলতে পারতো – যেমন হাম করেছে,সে তোমাকে দেখে লজ্জায় ফেলে রেখে চলে গেছে কিন্তু তোমার অন্য দুই ছেলে তোমার উলঙ্গতা ঢেকে দিয়েছে ।
হাম? হাম? আমার উলঙ্গতা প্রকাশের জন্য তুমি অভিশপ্ত !!
আমার লজ্জা ঢাকবার জন্য ঈশ্বর শেম এবং যেফতকে আশীর্বাদ করুক ।
হাম তার ভাইদের সবচেয়ে নীচু ধরনের চাকর হোক ! আর ধন্য শেম ও যেফতের ঈশ্বর সদাপ্রভু !
Canaan- অভিশাপ Ham এর বংশধরদের জন্য স্থানান্তরিত
নোহ, হাম তোমার হাতে আঙ্গুর রস তুলে দেয়নি ।
হাম তোমাকে মাতাল করেনি যে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছো এবং তুমি জানো না যে তুমি কি করেছো । হাম তোমাকে বিরক্ত করেনি ।
আসলে আমরা গিয়েছিলাম, কিন্তু এরই মধ্যে আমার নিজের ছেলে এবং আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আদিপুস্তক ৯:১৯,২৮

"THE BIBLE EXPLAINED
IN EVERY LANGUAGE."

SUPERBIBLE.TV